আপানার শিশুকে কি শিক্ষা দিবেন

হাফেজা আসমা খাতুন

আপনার শিশুকে কি শিক্ষা দিবেন

হাফেজা আসমা খাতুন

সাফওয়ান পাবলিকেশন
ঢাকা

প্রকাশকঃ
মোঃ নিয়াজ মাখদুম
সাফওয়ান প্রকাশনী
৪৪৫/১ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

প্রথম প্রকাশঃ
ডিসেম্বর ১৯৯২

দ্বিতীয় প্রকাশঃ
ডিসেম্বর ১৯৯৭
হিজরী ১৪১৮
বাংলা ১৪০৪

প্রচ্ছদঃ গোলাম মোহাম্মদ

মূল্যঃ নয় টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ
কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২, চাষী কল্যাণ ভবন (৩য় তলা)
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৯৩৩৫৯২৫

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক শিশু আইনে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশু। এই বয়সে তারা যেভাবে গড়ে উঠবে তার উপরেই ওদের ভবিষ্যত তথা জাতির ভবিষ্যত নির্ভরশীল।

একটি শিশুকে নৈতিক চরিত্রবান করে গড়ে তোলাই পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব। একজন মা'ই পারেন জাতিকে একজন আদর্শ নৈতিক চরিত্রবান নাগরিক উপহার দিতে। এ নৈতিক প্রশিক্ষণ শিশুকাল থেকেই শুরু হওয়া উচিত। বর্তমানে প্রচলিত আইনে পরিচালিত পাশ্চাত্য সমাজের শিশুরা আজ পথহারা। আমাদের দেশও সে আইনে পরিচালিত হচ্ছে বলে আজ শিশু অপরাধে দেশ ডুবে যাচ্ছে। মারামারি, চুরি, ডাকাতি, মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা, সন্ত্রাস এমনকি হত্যা প্রভৃতি অপরাধে তারা আজ অপরাধী।

এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং সন্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে পিতা মাতার অসচেতনতা। একটি মুসলিম শিশুকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাকে কোরআন ও সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞান প্রদান করতে হবে। শিশুর সামনে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। শিশু একটু বড় হলে যখন সে গল্প শুনতে চায় তাকে নবীদের এবং সাহাবীদের জীবনী শুনাতে হবে। মুসলিম মনীষীদের জীবন কথা শুনাতে হবে। এভাবে তাদের সামনে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। এবং ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহশীল করে তুলতে হবে।

এজন্য শিশুদের যারা পিতা মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক তাদের কর্তব্যই সবচেয়ে বেশী। সর্বপরি প্রয়োজন সরকারের দুরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি, যার আলোকে শিশুরা পিতা-মাতার, পরিবারের, সমাজের তথা দেশের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

মূলতঃ প্রচলিত শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা দ্বারা আমাদের শিশুরা সঠিক ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি এবং পারছে না, তা সুস্পষ্ট।

তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কোরআন ও রসুলের মাধ্যমে আমাদের জন্য যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তা জানা, অনুসরণ করা আজ সময়ের দাবী। এ বইটিতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এ বই পাঠক সমাজে তথা শিশুর আদর্শ চরিত্র গঠনে যদি সামান্য উপকারে আসে তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

— লেখিকা

আপনার শিশুকে কি শিক্ষা দিবেন?

শিশুই জাতির ভবিষ্যত। আজকের শিশুই আগামী দিনের নাগরিক। কাজেই শিশুর সুষ্ঠু সুন্দর পরিগঠনের উপর নির্ভর করে একটি জাতির সুন্দর ভবিষ্যত। আর এই শিশু গড়ার, জাতি গড়ার মহান দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে মায়েদের উপরে। নেপোলিয়ান বোনাপাট বলেছিলেন, " আমাকে একটা ভাল মা দাও, আমি তোমাদের একটি ভাল জাতি দেব।" মায়ের সুশিক্ষা, মায়ের নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শ শিক্ষার উপর নির্ভর করছে– 'আপনি শিশুকে কি শিক্ষা দিবেন?' কাজেই শিশুর শিক্ষা মায়েদের থেকেই শুরু করতে হবে। নারীর জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন। এ জন্যই আজকের নারী পুরুষের একই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা জরুরী প্রয়োজন।

যে নারী হবে গৃহের সর্বময় কত্রী, স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের জননী তাকে অবশ্যই গৃহ পরিচালনার জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা দিতে হবে। তাকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে পারদর্শী করে গড়ে তুলতে হবে। তাকে স্বামীর স্ত্রী হিসাবে, সন্তানের জননী হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্ভুল জ্ঞানের আধার মহান কোরান ও সুন্নাহর নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আঠার হাজার মাখলুকের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির প্রতি যত অসংখ্য, অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন, পৃথিবীতে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া নির্ভুল জীবন বিধান আল কোরআন। আল

কোরআন হচ্ছে নির্ভুল জ্ঞানের আধার। আল্লাহ পাকেরই ঘোষণা "জালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহ্"– "এই গ্রন্থ, এর মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।" (সুরা আল বাকারা ১ আয়াত)। আল কোরআন হচ্ছে নৈতিক জ্ঞানের আধার। সুন্নাহ হচ্ছে আদর্শ মানব মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নির্দেশিত পবিত্র কোরানেরই ব্যাখ্যা এবং তাঁর শিক্ষা। এই কোরান ও সুন্নাহর নির্ভুল জ্ঞানের, নৈতিক জ্ঞানের প্রশিক্ষণ অবশ্যই থাকতে হবে মায়েদের। এরপরই আমরা শুরু করতে পারি, আপনি শিশুকে কি শিক্ষা দেবেন?

জন্মের পর থেকেই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়ঃ জন্মের পর থেকেই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। পাঁচ মাস বয়স থেকেই সে মা বাবার কথা বুঝতে শিখে। বুঝে বলেই শিশু সাত আট মাস বয়স থেকেই 'আব্বা' 'আম্মা' দিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করে এবং দুই বৎসর বয়স থেকেই শিশু কথা বলতে শুরু করে।

মাকে ধৈর্যশীল হতে হবে ঃ কাজেই এই শিশুর দু'এক মাস বয়স থেকেই যখন সে কাঁদতে শিখে, বিরক্ত করে মাকে, তখন মাকে সেই কান্না বা বিরক্তির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। হয়তো তার গরম লেগেছে, হয়তো তার পিপাসা লেগেছে, হয়তো তার পেট ব্যাথা করছে, হয়তো তার জামার বোতামটি তার পিঠের নীচে কষ্ট দিচ্ছে, হয়তো তাকে পিঁপড়ে বা ছারপোকা কামড় দিয়েছে। মাকে সেই কারণ অনুসন্ধান করে শিশুর কান্না বা বিরক্তি দূর করতে হবে। মাকে বুদ্ধিমতি এবং ধৈর্যশীল হতে হবে।

মাকে বিচক্ষণ হতে হবেঃ অনেক মা শিশু কান্না শুরু করলেই হৈ-হৈ, রৈ-রৈ করে, শিশুকে নাচিয়ে-দুলিয়ে, শিশুকে ধমক দিয়ে, চড় চাপ্পড় দিয়ে, শিস বাজিয়ে, বাজনা বাজিয়ে শিশুকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। এটা শিশুর

জন্য অত্যন্ত দূর্ভাগ্য যে, তার মা শিশুর কষ্ট বোঝে না। শিশুর মন বোঝে না। শিশুকে অযথা ধমকানো উচিত নয়। একটু বড় হলেই, একটু বিরক্ত করলেই তাকে চড় চাপ্পড় দেয়া মাকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। শিশুর সার্বিক মনোভাবের ব্যাপারে মাকে সর্বদা বিচক্ষণ হতে হবে।

মাকে যা পরিহার করতে হবে ঃ মা জোরে কথা বললে শিশু জোরে কথা বলতে শিখে। মা শিশুকে কথায় কথায় ধমকালে সেও বড় হয়ে বদমেজাজী হয়। মায়ের কোন কথাই সে শুনতে চায় না। মা শিশুকে মারধোর করলে শিশু বড় হয়ে ভাইবোনে মারামারি করতে শিখে, চাকর বাকরকে মারতে শিখে, পাড়া প্রতিবেশী, সহপাঠিদের সাথে মারামারি করে। এই শিশুই বড় হয়ে পরিবার ও সমাজের জন্য অশান্তির কারণ হয়।

শিশুকে অযথা মারধর করা, অযথা বা সামান্য কারণে ধমকানো, মা জোরে চিৎকার করে শিশুর সামনে বাবার সাথে রাগ করা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। সন্তানের সামনে অবশ্যই বাবা মার সম্পর্ক সুন্দর ও মধুর রাখতে হবে। মধুর রাখতে না পারলে শিশুর সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় মাকে অবশ্যই ধৈর্য ধরে চুপ থাকতে হবে। শিশুর শত বিরক্তিপূর্ণ কাজে, শিশু মাকে যত কষ্ট দিক, মা যদি ধৈর্য ধারণ করেন, শিশুকে বুঝিয়ে কথা বলেন, অযথা মারধর না করেন এই শিশু বড় হয়ে মা বাবার অনুগ্রহ স্মরণ করবে, মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, মাকে গভীরভাবে ভালবাসবে। কারণ শিশু বোঝে সে মাকে কত কষ্ট দিয়েছে, মা তাকে কত ধৈর্য ধরে লালন পালন করেছেন। বাবা যদি রাগী বা বদমেজাজী হন, তবু মা যদি ধৈর্যশীলা হন, শিশু মাকে তার নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল ভেবে হতাশ হবে না। বড় হয়ে সেও ধৈর্যশীল হবে। যে কোন পরিবেশে সে অধৈর্য হবে না, অস্থিরতা প্রকাশ করবে না। বড় হয়ে কোন অবস্থায় ফ্রাস্ট্রেশানে ভুগবে না।

মা শিশুকে কি কি শিক্ষা দিবেন ঃ একটি শিশুকে নৈতিক চরিত্রবান করে গড়ে তোলাই বাবা মা'র প্রধান দায়িত্ব। একজন মা'ই পারেন জাতিকে একজন আদর্শ নৈতিক চরিত্রবান নাগরিক উপহার দিতে। এই নৈতিক প্রশিক্ষণ শিশুকাল থেকেই শুরু হবে। যখন শিশু একটু বুঝতে শিখে, বাবা মার পরেই শিশুকে তার স্রষ্টার সাথে পরিচয় করাতে হবে। মায়েরা সাধারণত শিশুকে চাঁদ দেখান আর বলেন, "আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা"। শিশুর মুখে যখন কথা ফোটার সময় হয়, মা তখন তাকে 'আল্লা' 'আল্লা' নামের সাথে পরিচয় করাবেন। মা 'আল্লা' 'আল্লা' বলবেন, শিশুও মায়ের সাথে 'আল্লা' 'আল্লা' বলবে। এরপর শিশু যখন দুনিয়ার বস্তু জগতের সাথে পরিচিত হতে থাকবে, আকাশের চাঁদের দিকে তাকাবে গভীর আগ্রহে, মা তখন বলবেন, কি সুন্দর আল্লাহর চাঁদ, কি সুন্দর আল্লাহর আকাশ, আল্লাহর বাতাস, আল্লাহর মেঘ। এভাবে শিশু দু'এক বছরের মধ্যে আল্লাহর সাথে পরিচিত হবে।

শিশুকে দৈহিক পুষ্টি সাধনের জন্য ফল, পেঁপে, আম, কাঁঠাল, কলা খাওয়ানের সাথে সাথে বাবা মা তাকে মনের নৈতিক খোরাকও দেবেন। আব্বু এই কলা কে দিয়েছে? আমটা, লিচুটা কে বানিয়েছে, বলতো? শিশু মার দিকে চেয়ে থাকবে, জানার আগ্রহে। মা বলবেন– আল্লাহ বানিয়েছেন, আল্লাহ দিয়েছেন। তখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন, এই কলা, আম, লিচু মানুষে বানাতে পারে, আব্বু বলতো? তিন চার বছরের শিশু জবাব দেবে 'না'। আমার নাতীকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম, তখন সে জবাব দিয়েছে 'না নানু' মানুষের কলা খাওয়া যায় না, ভেঙ্গে যায়। মানুষের কলা, আম, মাটি দিয়ে বানায়, তাই খাওয়া যায় না। এইভাবে শিশুর জ্ঞানচক্ষু খুলবে, তার স্রষ্টার নামের সাথে গভীরভাবে পরিচিত হবে। যে স্রষ্টা এতকিছু দান

করেছেন, সে স্রষ্টাকে সে ভালবাসবে এবং বড় হয়ে সে তার স্রষ্টার অনুগত হবে। এইভাবে সে স্রষ্টার আদেশের আনুগত্য করে ভবিষ্যতে সুন্দর জীবনের অধিকারী হবে। আপনি মা, আপনি পিতা, আপনারা শিশুর সামনে কখনো মিথ্যা বলবেন না। মিথ্যা কোন কিছু দেয়ার আশ্বাস দিবেন না।

মা বাবা শিশুর সামনে ঝগড়া করবেন না ঃ শিশুর সামনে নিজের শিশুর কল্যাণ কামনায় কখনো ঝগড়া করবেন না। কটু কথা, অশ্লীল বাক্য মুখে আনবেন না। তাতে শিশুর মন অনেক ছোট হয়ে যায়। অনেক সময় শিশু মানসিক যাতনায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। খেতে চায় না। পিতা মাতার ভয়ে মিথ্যা বলতে শিখে। এই শিশু বড় হয়ে সত্যবাদী, স্বাধীনচেতা সাহসী, সৎ নাগরিক হতে পারে না।

মা বাবা শিশুর সামনে মিথ্যা কথা বলবেন না ঃ মা বাবা মিথ্যা বললে শিশু বড় হলে শিক্ষক যতই বলুক "মিথ্যা কথা বলবে না, সদা সত্য কথা বলবে" সে বইতে এ ধরনের উপদেশ যতবারই পড়ুক না কেন, সে মনে মনে ভাববে মিথ্যা বলা তেমন দোষণীয় নয়। কারণ তার বিশ্বস্ত বাবা-মাকে সে মিথ্যা বলতে শুনেছে। কাজেই পরবর্তী জীবনে যে কোন ক্ষেত্রে সে নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলবে। এভাবে সমাজে সে দুষ্টলোক বলে, মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত হবে। এর বীজ বাবা মা'ই শিশুকালে বপন করে সন্তানের সর্বনাশ করে থাকেন। কাজেই এ ব্যাপারে বাবা মা'কে অবশ্যই সচেতন হওয়া উচিত।

শিশুর সামনে আদর্শ স্থাপন করতে হবে ঃ শিশু আর একটু বড় হলে যখন সে গল্প শুনতে চায়, তাকে নবীদের এবং সাহাবীদের জীবন কথা গল্পচ্ছলে শুনাতে হবে। মুসলিম মনীষীদের জীবন কথা শুনাতে হবে।

এইভাবে তাদের সামনে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। এবং ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার প্রতি তাকে আগ্রহশীল করে তুলতে হবে।

একটি মুসলিম শিশুকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাকে কোরান ও সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞান প্রদান করতে হবে। প্রাইমারী শিক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত ভালভাবে, সহীহভাবে শিক্ষা শেষ করাতে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী সমাপ্তির আগেই শিশুকে সহীহভাবে কোরান তেলাওয়াত শিক্ষা দিয়ে কোরান খতম করানো উচিত। শিশুকে ছোট মনে করে কেউ ছোটকালে অশুদ্ধ কোরান তেলাওয়াত বা সুরা শিক্ষা দেবেন না। শিশুকে ক্বায়দা থেকেই সহীহ পড়ার অভ্যাস করাতে হবে।

শিশুকে ইসলামী অনুশাসনে অভ্যস্ত করাতে হবে ঃ একটি মুসলিম শিশুকে সাত বছর বয়স থেকেই নামাজ শিক্ষা দেয়া শুরু করবেন। ইহাই রসুল পাক (সাঃ)–এর শিক্ষা। শুয়ে শুয়ে, কাছে বসিয়ে, মুখে মুখে নামাজের দোয়াগুলো শেখাতে পারেন শিশুর মা এবং বাবা। দশ বছর বয়সে শিশুকে সাথে নিয়ে নামাজ পড়বেন। নামাজের দোয়াগুলোর অর্থসহ শিশুকে শিখাবেন, নামাজের গুরুত্ব, নামাজের কল্যাণকারিতা আপনার দশ বছরের কচি শিশুর মনে অংকিত করে দেবেন। তুমি যে নামাজ পড়ছো আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন, এর জন্যে আল্লাহ্ তোমাকে অনেক সওয়াব দেবেন। বড় হয়ে প্রতিটি মুসলমানকে নামাজ পড়তে হয়। নামাজ পড়তে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। আল্লাহর আদেশ না মানলে গুনাহ হবে। আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন। এইভাবে শিশুকে ভাল কাজে সাওয়াব এবং মন্দ কাজে আল্লাহ্ গুনাহ দেবেন বলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি এবং পাপপূণ্যের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে।

আল্লাহ সবকিছু দেখেন, সবকিছু শোনেন এই অনুভূতি শিশুকে দিতে হবে ঃ তুমি যা কিছু কর আল্লাহ্ সবকিছু দেখছেন, সবকিছু শুনেন, এই শিক্ষা শিশুর মনে গভীরভাবে মা বাবা অংকিত করে দেবেন কথাচ্ছলে। বাবা মা'কে সাহায্য করলে আল্লাহ খুশী হন। এইভাবে সন্তানকে ভাল কাজে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আল্লাহ্ যে তার সব কাজ দেখছেন, এই অনুভূতি তার মনে গভীরভাবে বদ্ধমূল করে দিতে হবে।

এই শিক্ষা এই অনুভূতি আপনার শিশুকে আপনার সন্তানকে ভবিষ্যত জীবনে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। এই সন্তান বড় হয়ে পুকুর চুরি করবে না। মা বলেছেন, 'আল্লাহ্ সবকিছু দেখছেন' এই চেতনা সবসময় তার মনে জাগ্রত থাকবে। দেশ ও জাতির কোন দায়িত্ব পালনে সে নিষ্ঠাবান হবে এবং সে বড় হয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে দায়িত্বশীল, সৎ নাগরিকের পরিচয় দিবে। আল্লাহ্পাক যে সবকিছু দেখেন, সবকিছু শুনেন, এই চেতনা আপনার সন্তানের মাঝে চির জাগ্রত রাখতে হলে আপনার সন্তানের টেবিলে একখানা অর্থসহ কোরান এবং ছোট একখানা হাদিস অবশ্যই রাখতে হবে। ক্লাশের পড়ার আগে কোরান থেকে অর্থসহ তিন চার খানা আয়াত পড়া এবং হাদিস থেকে দু'এক খানা হাদিস পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আপনার সন্তানের একখানা হাদিস পড়তে পাঁচ মিনিট সময় লাগতে পারে। একটি হাদীস পড়লেই মাসে অর্থসহ আপনার সন্তানের ত্রিশটি হাদিস পড়া হয়ে যাবে। প্রতিদিনি তিনখানা কোরআনের আয়াত অর্থসহ অধ্যয়ন করলে মাসে নব্বই খানা আয়াত তার জানা হয়ে যাবে। বছরে সে কতখানি কোরান সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবে, আপনিই চিন্তা করে দেখুন। এই সন্তান বড় হয়ে ইসলামের দুশমন হবে না, আল্লাহর দ্বীন ইসলামের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল হবে। একজন মুসলিম সন্তান হিসাবে

জীবন যাপন করা তার জন্য সহজ হবে। সমাজের যাবতীয় অন্যায়, দুর্নীতি, অশ্লীলতা থেকে নিজেকে সে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।

আপনার সন্তানের ভাল সঙ্গদানের ব্যবস্থা করবেন ঃ আপনার সন্তানকে সুশিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদানের পর তাকে ভাল সঙ্গ দিতে হবে। প্রবাদ আছে:- 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' আপনার সন্তানকে সৎ সঙ্গ না দিলে অসৎ সঙ্গ তাকে পেয়ে বসবে। কারণ আপনার সন্তানের পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয়। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র সংগঠন রয়েছে, আর ইসলামী ছাত্রী সংগঠনও রয়েছে। ইসলামী ছাত্র সংগঠনের ছেলেরা, প্রতি সপ্তাহে তারা কোরআন সুন্নাহর জ্ঞানার্জনের জন্য একত্রে মিলিত হয় কোন মসজিদে বা মহল্লার কোন বাসায়। এর উপরে আলোচনায় অংশ নেয়। সবাই একত্রে মিলে নামাজ আদায় করে, রোজার মাসে রোজা রাখে। একত্রে মাঝে মাঝে ইফতার পার্টি করে। এরা আল্লাহ্ এবং রসুলের অনুশাসন মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ভালকাজে এবং পড়াশুনায় সময় কাটায়। ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয় তার সহপাঠীদের। এরা বাবা মা'কে মান্য করে। ছোটদের স্নেহ করে। এরা শিক্ষকের সাথে কোনরকম বেয়াদবী করে না। ইসলামী ছাত্র সংগঠনের ছাত্র যে যতবেশী আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আদেশ মেনে চলে, সে সংগঠনের মথ্যে ততবেশী অগ্রসর। এইভাবে এরা যুব সমাজের মাঝে ইসলামের নৈতিক ও কল্যাণময় শিক্ষার প্রসার করে থাকে এবং তাদের সহপাঠীদের ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে অভ্যস্ত করে তোলে। আজকের সমাজের বেশীর ভাগ যুবক নৈতিক শিক্ষার অভাবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্বার্থপর পশুতে পরিণত হচ্ছে। কোরআন সুন্নাহর নৈতিক শিক্ষা বিবর্জিত এসব শিক্ষিত ছেলেরা হিরোইন খায়, গাজা খায়, মেয়েদের উত্যক্ত

করে, হত্যা, ছিনতাই, সন্ত্রাসের মত কাজেও লিপ্ত হয়ে পড়ে ইসলামী জ্ঞানের অভাবে।

ইসলামী ছাত্রী সংগঠনের মেয়েরাও এভাবে মেয়েদেরকে ইসলামী জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলায় অভ্যস্ত করে তুলেছে। ফলে সাধারণ মেয়েরাও ইসলাম প্রদত্ত তাদের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হচ্ছে দিন দিন। এ সমস্ত ইসলামী সংগঠনের মেয়েরা আজ যেমন তাদের ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা, অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, তেমনি ইসলামের পথই যে একমাত্র কল্যাণের পথ, অন্য সমস্ত মত, পথ যে ভ্রান্ত, এ সম্পর্কে তারা পূর্ণ সচেতন হচ্ছে। তারা ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ফলে আজ ইসলামের অনুশাসন মেনে চলছে সাহসের সাথে। ফলে পুরুষেরা তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখছে, দুষ্ট লোকেরা তাদের উত্যক্ত করছে না, তারাও পুরুষ সমাজের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করে না। এদের নিয়ে বিয়ের সমস্যাও হচ্ছে না। আল্লাহ্‌র পথে চলার কারণে আল্লাহ্‌ এদের জন্য ভাল ভাল উপযুক্ত সাথী মিলিয়ে দিচ্ছেন। আর ইসলামী জ্ঞানের কারণে পরিবারেও তারা শ্বশুর-শাশুড়ি সকলের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকায় পরিবারের সদস্যরাও এসব মেয়ে নিয়ে সুখী। স্বামীরাও এদের সম্মানের চোখে দেখে।

আপনার ছেলে ও মেয়েকে ইসলামী ছাত্র এবং ছাত্রী সংগঠনে যোগদান করিয়ে দিন। দেখবেন ছয় মাসের মধ্যেই তারা নিয়মিত নামাজী হবে। আর ছয় মাসের মধ্যেই তারা কোরআন সুন্নাহ সম্পর্কে সুন্দর জ্ঞানের অধিকারী হবে। ভাল মন্দ সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞানের অধিকারী হবে। ফলে আপনার ছেলে মেয়েকে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে না। সবসময় আপনার সন্তানের কোন দুষ্কর্মের ভাবনা ভাবতে হবে না।

এসব কোরান সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞানের অধিকারী সন্তানের মাঝে খোদাভীতি এবং খোদার প্রতি ভালবাসা তাদেরকে সমাজের যাবতীয় অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখবে। তারা হবে পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বলকারী সুসন্তান, দেশ ও জাতির গৌরব, রাষ্ট্রের জন্য সচ্চরিত্রবান, দায়িত্বশীল সুনাগরিক।

শিশুর চরিত্র গঠনে নারী সমাজের মাদ্রাসা শিক্ষা

ঢাকায় 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা পরিষদে'র উদ্যোগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে জাতি গঠনে মুসলিম নারী সমাজের স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষার উপর যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেখানে আমাকে বক্তা হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমার বক্তব্য ছিল 'শিশুর চরিত্র গঠনে নারী সমাজের মাদ্রাসা শিক্ষা'। কোন কোন বোন আমার বক্তব্যটা লেখার আকারে চেয়েছেন। প্রতিটি ইসলাম প্রিয় বোন যাতে করে নারীর জন্য দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নারী সমাজের মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসেন তজ্জন্য আমার বক্তব্যটা লেখার আকারে প্রকাশ করা হলো।

বাংলাদেশ মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা পরিষদ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মুসলিম নারী সমাজে তথা জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের দৃষ্টিতে ফরযিয়তের মর্যাদায় ভূষিত। জাতির জন্মলগ্নে যদি এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে দেশের জনগণ নজর দিতেন, তাহলে আজকে জাতির চেহারা অন্যরূপ হতো, জাতির ইতিহাস ভিন্নরকম লেখা হতো নিঃসন্দেহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ফরযিয়াতের প্রতি শুধু সাধারণ মুসলিম সমাজই নয়, দীর্ঘকাল ধরে আলেম সমাজ পর্যন্ত নীরবতা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করে আসছেন। যার ফলে জাতি আজ চরম নৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আলেম সমাজ পর্দার ফরযিয়াতের ব্যাপারে যতখানি কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি করলেন, তার এক আনিও করলেন না দ্বীনি শিক্ষার ফরযিয়াত আদায়ের ব্যাপারে। অথচ নারীর দ্বীনি শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার উপরই নির্ভর করছে জাতির কল্যাণ।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, 'শিশুর চরিত্র গঠনে নারী সমাজের মাদ্রাসা শিক্ষা'। আজকের শিশুই আগামী দিনের নাগরিক। এ শিশুর সঠিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের উপরই নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যত। এ শিশুকে শিশুকাল থেকেই সুশিক্ষা, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা না হলে ভবিষ্যতে জাতি কোনদিন সচ্চরিত্র আদর্শ নাগরিক আশা করতে পারে না।

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে মা'দের উপর। মা তার শিশুকে ছেলেবেলা থেকে যে মানসিকতা দিয়ে গড়ে তুলবেন, ভবিষ্যত জীবনে সেই মানসিকতাই তার কার্যকলাপে প্রতিফলিত হবে। পাঁচ মাস বয়স থেকেই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। তখন থেকেই সে মার কথা বুঝতে শিখে। এক বছর বয়স থেকেই সে মাকে অনুকরণ করতে শিখে। সে মা যদি শিশুকে শিশুকাল থেকেই আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের নামের সাথে পরিচিত করে তুলতে পারেন, সৃষ্টিজগতের যাবতীয় উপায় উপাদান যে আল্লাহ্তা'লার দান, এ শিক্ষা শিশুমনে অঙ্কিত করে দিতে পারেন। বাল্যকাল থেকেই রসুলে করিম (সাঃ)-এর ছেলেবেলার গল্প, ধীরে ধীরে তার শিক্ষা, তাঁর আদর্শ শিশুর সামনে উপস্থাপন করতে পারেন, এ শিশু কোনদিন বড় হয়ে খোদাদ্রোহী বা রসুল (সাঃ) এর আদর্শ বিরোধী হবে না। এরাই ভবিষ্যত জীবনে খোদাভীরু ও সচ্চরিত্র নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে পারে। মাদ্রাসার নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত মা কোনদিন শিশুকে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দিতে পারে না। ফলে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত শিশু কোনদিন সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে না। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের যুব সমাজের কার্যকলাপে। আমরা দেখেছি দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়েও

আমাদের ছেলে-মেয়েরো যে সব কার্যকলাপ করেছে বা করছে তাই আমাদের কাছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যর্থ প্রমাণিত করেছে। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত বর্তমান প্রচলিত বস্তুবাদী শিক্ষা আমাদের যুব সমাজকে নৈতিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ জন্যে মহানবী (সাঃ) বলেছেন 'সেই পিতা মাতাই সন্তানের অধিক কল্যাণ করেছে, যে পিতা মাতা সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দিয়েছে।' দ্বীনি শিক্ষা বিবর্জিত পিতা মাতা কোনদিন সন্তানের এহেন কল্যাণ সাধন করতে পারে না।

মা শিশুকাল থেকে সন্তানকে যে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাই সে লাভ করতে পারে, তাই সে পেয়ে থাকে। মা যদি শিশুর হাতে সা-রে-গা-মা হাতে খড়ি দেন, বিজাতীয় ভাষা এ-বি-সি-ডি প্রথমেই শিক্ষা দেন, তাহলে তা-ই সে গেয়ে থাকে, বা সে শিখে থাকে। আর যদি শিশুকে শিশুকাল থেকে আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু-আকবার, আউজুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্, আসসালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ, ইত্যাদি শব্দের সাথে পরিচিত করে তুলতে পারেন, তাহলে শিশু তাই বলতে পারে। শিশুকে পবিত্র কোরআনের আয়াত শিক্ষা দিন- দেখবেন তিন-চার বছরের শিশু সুললিত কণ্ঠে কোরআনের বাণী পাঠ করছে। আজকে আমি কোরআনে হাফেজ হতে পারতামনা যদি আমার পিতা-মাতা আমাকে কোরানে হাফেজা না করে যেতেন। আজকে আমি দ্বীনি জ্ঞানার্জনে এতখানি তৎপর বা সচেষ্ট হতামনা যদি না আমার পিতা-মাতা আমাকে কিছু দ্বীনি জ্ঞানের সূচনা করে দিয়ে যেতেন। আমি আজকে আমার পিতা মাতা, মৃত মুরব্বী আত্মীয়-স্বজন সবার জন্যে প্রাণভরে দোয়া করতাম না বা দোয়া করতে জানতাম না, যদি আমার পিতা-মাতা আমাকে দ্বীনি জ্ঞান না দিতেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিশু সন্তানকে দ্বীনি জ্ঞান দানের উপর যেমন

সন্তানের কল্যাণ নির্ভর করছে তেমনি পিতা-মাতারও কল্যাণ নির্ভর করছে। আল্লাহ্ পাক পিতা-মাতাকে সন্তান দান সম্পর্কে বলেছেন, তোমাদেরকে সন্তান দেয়া হয়েছে যেন তারা তোমাদের জন্য তোমরা মরে গেলে দোয়া করে। তাদেরকে এ শিক্ষা দেবে যে তারা যেন তোমাদের জন্যে এই বলে দোয়া করে যে, রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী ছোয়াগীরা অর্থাৎ 'আয় আল্লাহ্ আমাদের পিতা-মাতা শিশুকালে যেমন আমাদের স্নেহ, দয়া, মায়া করে লালন পালন করেছেন, তুমিও তেমনি আমার পিতা-মাতার প্রতি দয়া কর'। (আল কোরআন) মাদ্রাসার নৈতিক ও ধর্মীয় জ্ঞান বিবর্জিত পিতা মাতা সন্তানকে এহেন শিক্ষা কোনদিন দিতে পারে না। ফলে না শিশু ভবিষ্যত জীবনে নিজেরও কল্যাণ করতে পারে, না পিতা মাতারও এহেন কল্যাণ করতে সক্ষম হয়। পিতা-মাতাও সন্তান দ্বারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

একজন আলেম পিতার সন্তানকে ভ্রান্ত পথে যেয়ে বিনষ্ট হতে আমরা দেখেছি। তার কারণ, অর্থ উপার্জনে নিয়োজিত আলেম পিতা তার সন্তানের দিকে সার্বক্ষণিক নজর দেয়ার অবকাশ পাননি। কিন্তু একজন আলেম মায়ের সন্তান কখনো বিনষ্ট হতে পারে না, নৈতিক চরিত্রহীন হতে পারে না। তার কারণ আলেম মায়ের সার্বক্ষণিক দৃষ্টি এড়িয়ে সন্তান ভ্রান্তপথে চলতে পারে না। মা তাকে প্রতি পদে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের বিধিনিষেধ সম্পর্কে সতর্ক করার এবং স্নেহমাখা আদর দিয়ে বুঝাবার অবকাশ পান। ফলে সে সন্তান কখনো বিভ্রান্ত হতে পারে না।

এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম সমাজ এমনকি আলেম সমাজ পর্যন্ত উদাসীন। তাদের ধারণা নারী অধিক জ্ঞানার্জন করে কি হবে? তারা কি চাকরী-বাকরী করবে? বা ওয়াজ নছিহত করবে? তাদের

এ মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণাই জাতিকে আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে। জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্তায়ালা যিনি নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানেন যে, পুরুষের যেমন বাইরের কর্মক্ষেত্রের জন্য জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি নারীর গৃহের বহুমুখী দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে এবং তার উপর মানুষ গড়া তথা জাতি গড়ার যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তার সেই দায়িত্ব যথাযথ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও অধিকার। এ জন্যেই ইসলামে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জন ফরয করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'তলাবুল ইলমে ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিউ ওয়া মুসলিমাতুন'। অর্থাৎ জ্ঞানার্জন প্রত্যেক নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরয। যে কোন ফরযীয়তের প্রতি অবহেলা মানব জীবনে অকল্যাণ ডেকে আনে। আজ সমাজ জীবনে নৈতিক অবক্ষয়ের হাজারো কারণের মধ্যে নারীর জন্য স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা তথা নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাবও একটি বড় কারণ। যে মাদ্রাসার ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা পেয়েছে, তার সন্তান কোনদিন নৈতিক চরিত্রহীন হতে পারে না।

যে নারী নারীর উপযোগী শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসার ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হবেন তিনি অবশ্যই মাদ্রাসার দ্বীনি শিক্ষার ভিতরে তার স্বামীর হক, সন্তানের হক, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, ওস্তাদ ও গুরুজনদের হক, আত্মীয় স্বজন ও মেহমানের হক, প্রতিবেশীর হক, গরীব মিসকিন ও অভাবীদের হক সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হতে পারেন এবং প্রত্যেকের হক যথাযথ আদায়ের ব্যাপারে সচেতন হতে পারেন। ফলে পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই নারী সমাজের জন্যে

স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা পারিবারিক জীবনে ও সমাজ জীবনের শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে।

একজন নারী যখন পরিবার ও সমাজের প্রত্যেকের হক যথাযথ আদায়ে যত্নবান হন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার শিশুর চরিত্রের উপর তার প্রভাব পড়ে। ফলে সেই শিশু মায়ের অনুকরণে প্রতিবেশী শিশুদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে শিখে, পিতামাতা গুরুজন ওস্তাদকে মান্য করতে শিখে, শিশু মায়ের কাছে দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়াদ্র হওয়ার অনুশীলনী শিক্ষা করে। এইভাবেই আমরা দেখতে পাই একজন মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতা মা তার শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনে পিতা-মাতা, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন, মেহমান ও পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, দায়িত্বশীল, খোদাভীরু, সচ্চরিত্র নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে সর্বতোভাবে সহায়তা করে থাকেন। কাজেই শিশুর চরিত্র গঠনে নারী সমাজের মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা আমার মা ও বোনেরা নিশ্চয়ই এবার উপলব্ধি করতে পারছেন।

বস্তুবাদী পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের মেয়েরা আত্মসুখ সর্বস্ব, স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বিবর্জিত বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষিতা নারী স্বার্থপর, গর্বে অহঙ্কারী এবং দাম্ভিক চরিত্রের হয়ে থাকে। সেই নারীর স্বভাব কার্যকলাপ তার শিশু চরিত্রের উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে সে শিশুকালেই জেদি হয়। কিশোর বয়সেই মাতা-পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের অবাধ্য হয়। সমবয়স্ক সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে না। যুব বয়সে তাদের চরিত্রে ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযমের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে সন্তানের জীবনে নৈতিক অধঃপতন ডেকে আনে। নাগরিক জীবনে এরাই হয়

সমাজের খোদাভীতিহীন, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থপর ও অসচ্চরিত্র নাগরিক। এরাই সমাজ ও রাষ্ট্রের যে কোন দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে থাকে। এরাই নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের কাছে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থকে বলি দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। এরাই সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেশের এসব অসৎচরিত্র নাগরিক সময় সময় নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থের কাছে দেশের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না বা বিবেকের দংশন অনুভব করে না। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে নারী জাতির সুশিক্ষা, নৈতিক শিক্ষার উপর পরোক্ষ দেশ ও জাতির শান্তি, কল্যাণ, সংহতি ও সার্বভৌমত্ব নির্ভর করছে, সে নারীকে অবশ্যই মাদ্রাসা শিক্ষার ভিতর দিয়ে আদর্শ চরিত্রবতী, সুশিক্ষিতা নারীরূপে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সেই মায়ের প্রভাবে শিশু ভবিষ্যত জীবনে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিশ্বস্ত, দায়িত্বশীল, খোদা ভীরু, আদর্শ চরিত্রবান নাগরিক রূপে গড়ে উঠতে পারে। যাদের দ্বারা হবে সমাজ, রাষ্ট্র তথা জাতির সার্বিক কল্যাণ। কাজেই আমি বলবো সমাজ, রাষ্ট্র, তথা জাতির, সার্বিক কল্যাণের স্বার্থেই নারী সমাজের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করা উচিত।

প্রতিটি মুসলিম নারী মাত্রই এক একটি বিপ্লবী সত্তা। তাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে এবং দুনিয়ার মানুষকে সত্য ন্যায়ের দিকে আহ্বান করার জন্যেই দুনিয়ায় পয়দা করা হয়েছে। পবিত্র কোরাআনে বলা হয়েছে 'কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিযাত লিন্নাছে তা'মুরুনা বিল মা'রুফে ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার'। অর্থাৎ তোমরা একটি শ্রেষ্ঠ জাতি, দুনিয়ার মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যেই তোমাদের পয়দা করা হয়েছে। নারীরাও

আজকের নবতর আইয়ামে জাহেলিয়াতের সমস্ত পাপ ও পাপের উৎসকে খতম করতে হলে যত শীঘ্র সম্ভব নারীর জন্য স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করা উচিত। তা'হলে আমরা সর্বান্তকরণে আশা করতে পারব জাতি অর্ধ শতাব্দীর ভিতরেই এর সুফল প্রত্যক্ষ করতে শুরু করবে – ইনশাআল্লাহ্।

আজকের পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতার ধুয়া আমাদের প্রাচ্যের নারী মানসকেও আক্রান্ত করছে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে, তাদের বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহে প্রাচ্যের নারী মানসও আজ বিভ্রান্ত দিশেহারা। তাদের ধ্যান ধারণাও আজ বিকৃত হয়ে গেছে। জাতির কল্যাণের স্বার্থে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা, মন মানসিকতার পরিবর্তন ও পরশুদ্ধির জন্যও নারী সমাজের স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা একান্ত অপরিহার্য। তা না হলে নারীর এ ভ্রান্ত ধারণা শিশু চরিত্রকেও প্রভাবিত করবে এবং ভবিষ্যতে এরাই জাতির জন্য দুঃখ, অশান্তি ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আজকে প্রতিটি পরিবারের পিতা-মাতা সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাদের দুঃখপূর্ণ অভিযোগ তাদের সন্তান মাতা-পিতা ও শিক্ষকের অবাধ্য হয়ে উঠেছে, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে, তাদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমি বলবো তারও একমাত্র কারণ অভিভাবকদের সন্তানের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা ও নৈতিক চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপের অবাধ প্রসার। নৈতিক চরিত্র বিধ্বংসী যাবতীয় কার্যকলাপ, উপায় উপাদান বন্ধের সাথে সাথে ছেলেদের জন্যে সাধারণ শিক্ষার সাথে যেমন মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় সাধন দরকার, তেমনি নারীর জন্যও নারীর উপযোগী সুশিক্ষার সাথে সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে পারলে আমি আশা করি এই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভাবেই সেই

মুসলিম জাতির অংশ হিসাবে এ দায়িত্ব পালন তাদের জন্যও ফরজে আইন। আজকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের সমস্ত পাপ, অন্যায় আবার সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছে। মহানবী (সাঃ) এ সমস্ত অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং যাবতীয় পাপ ও অন্যায়কে সমাজ থেকে উৎখাত করে সেখানে একটি ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। তিনি কোনদিন কোন পাপ ও অন্যায়ের সাথে এক মুহূর্তের জন্যেও আপোষরফা করেননি। আজকের সমাজের মুসলিম নর-নারীরা সমস্ত পাপ ও অন্যায়ের সাথে আপোষরফা করে চলেছেন। অথচ মহানবী (সাঃ)-এর উম্মত মুসলমান ও তার দ্বীন ইসলাম যেখানে আছে সেখানে এ সমস্ত যাবতীয় পাপ অন্যায় কি করে চলতে পারে? আর যেখানে যাবতীয় পাপ, অন্যায় অবাধে চলতে থাকে, সেখানে ইসলাম আছে, মুসলমান আছে, মনে করার কোন অবকাশ আছে কি? উম্মতে মোহাম্মদীর সমাজ থেকে আজ যাবতীয় পাপ, অন্যায়, অনাচার দূর্নীতি উৎখাত করতে হলে মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে সেখানে একটি ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ, সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে প্রতিটি মুসলিম শিশুর মনে বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করতে হবে। মাদ্রাসার দ্বীনি শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত নারীর মনে কোনদিন এ চেতনা আসতে পারে না। ফলে সেই নারী তার শিশুর মনেও এ বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করতে সমর্থ হয় না। শিশুর মনে এ বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করে তাকে সমস্ত পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো মনোবল ও সৎসাহস দিয়ে গড়ে তুলতে পারে সেই নারী, যার ভিতরে দ্বীনি শিক্ষা ও ইসলামী চেতনা রয়েছে। নারীর জন্য পূর্ণ স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যতীত নারীর ভেতর সে চেতনা জাগ্রত হতে পারে না।

নারীর সন্তান ধীরে ধীরে নম্র, ভদ্র, মার্জিত ও সংযত হয়ে গড়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার এসব বক্তব্য থেকে এরপর আশাকরি আমার মা ও বোনেরা নারী সমাজের মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে পারছেন। এরপর যদি তাঁরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং নিজেদের বোনদের ও মেয়েদের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেন তবে আমি এতটুকু দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এর কল্যাণকারীতা প্রতিফলিত হবে। সর্বশেষ আমি বলতে চাই, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বিভ্রান্ত ও বিকৃত নারী মানসের পরিবর্তন ও পরিশুদ্ধির জন্য এবং জাতিকে নৈতিক অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানো এবং দেশের ভবিষ্যত নাগরিক শিশু চরিত্রের সঠিক রূপায়ণে নারী সমাজের জন্য নারীর উপযোগী আধুনিক শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় সাধন একান্ত অপরিহার্য।

বর্তমানে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত যে, দেরীতে হলেও 'বাংলাদেশ মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা পরিষদ' এবং দেশের বিভিন্ন ইসলামী সংস্থাগুলো মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি করে দেশের সর্বত্র মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা তাদের এ শুভ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের প্রতি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এর সাথে সাথে দেশের সরকার ও জনগণকে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানিয়ে এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

—খোদা হাফেজ।

